যুগান্তর

তারিখ 27 JUN 2008

ভালো ফল করেও ভর্তি নিয়ে টেনশনে শিক্ষার্থীরা

গ্রামাঞ্চলের মধ্যমমানের জিপিএপ্রাপ্তদের জন্য থাকবে ১০ ভাগ আসন

মুসতাক আহমদ

এত শিক্ষার্থী ভর্তি হবে কোথায়? সারাদেশে সব কলেজ মিলিয়ে মোট আসন আছে প্রায় সাড়ে ৪ লাখ। আর সর্বমোট পাসই করেছে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন। অন্যদিকে ভালো ফল করেও টেনশন থেকে মুক্তি নেই। বিশেষ করে জিপিএ-৫ লাভ করেও ভালো এবং পছন্দের কলেজে ভর্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই ভর্তি নিয়ে টেনশন যথারীতি থাকছেই। দেশে ভালোমানের কলেজের অভাব এবং সীমিত আসনসংখ্যার কারণে উচ্চসারির জিপিএ অর্জন করা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থীই যেমন নামকরা ও পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না, তেমনি তুলনামূলক খারাপ ফলকারীদেরও পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ মেলবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ছিটকে পড়তে হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের মধ্যমসারির ফলাফলকারীরা অবশ্য সুবিধাজনক স্থানে থাকবে। কেননা, এবারও গ্রামাঞ্চল থেকে মধ্যমসারির জিপিএ অর্জনকারীদের জন্য শহর পর্যায়ের কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণ করতে হবে। বৃহস্পতিবার যারা এসএসসির ফল জানল, তাদের কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির তারিখ ইতিমধ্যে সরকার ঘোষণা করেছে। আগামী ৯ আগস্ট তাদের বসানো হবে ক্লাসে। আর ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে ৭ আগস্টের মধ্যে। অবশ্য আর্থিক কারণে বিলম্ব হলে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত জরিমানা দিয়ে ভর্তি হওয়া যাবে। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, এবার কোন কলেজে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত ফি আদায় করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, মূলত এ বছর রেকর্ড পাস ও রেকর্ড জিপিএ-৫সহ উচ্চসারির জিপিএপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই ভর্তি সংকট চরম আকার ধারণ করবে। এ বছর শিক্ষার্থীরা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

শিক্ষার্থীরা : টেনশনে

(৩য় পৃষ্ঠার পর) এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪১ হাজার ৯১৭ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই ১৮ হাজার ৯৩৬ জন। অথচ রাজধানীতে ভালো কলেজ হাতেগোনা কয়েকটি। দেখা গেছে, রাজধানীতে ভালোমানের ১০টি কলেজে আসন আছে মাত্র প্রায় সাড়ে ৯ হাজার। অথচ সারাদেশের ভালো ফলধারীরা ঢাকার ভালোমানের কলেজে ভর্তির জন্য ছুটে আসে। তাই জিপিএ-৫ পেয়েও অনেকে ভালো কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। কিভাবে কলেজে ভর্তি নেয়া হবে সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা হল— জিপিএ'র ভিত্তিতেই কোন ধরনের পরীক্ষা ছাড়া নিতে হবে। ভাইভার নামে স্বজনপ্রীতি করা যাবে না। নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে আবেদনের সিরিয়াল অনুযায়ী ভর্তি করবে। একই সিরিয়ালে একই জিপিএ-প্রাপ্ত শিক্ষার্থী থাকলে সেক্ষেত্রে ভর্তি কমিটি চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ এবং ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে পারে।

একদিকে ভালোমানের নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হচ্ছে না। উপরন্তু ইডেন কলেজ, বরিশালের বিএম কলেজ, খুলনার বিএল কলেজের মতো খ্যাতনামা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী উঠিয়ে দেয়ায় কলেজে ভর্তির সময় হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চাপ থাকে। এমনকি এ বছর সারাদেশের কলেজগুলোতে যে আসন আছে তার চেয়ে পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজ আছে ২ হাজার ৭৯৪টি। এসব কলেজে মোট আসনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লাখ। আর এ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ লাখ ২৬ হাজার ৫৭৬ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সুযোগ আছে এমন কলেজগুলোর মধ্যে সরকারি কলেজ ২৪১টি। এগুলোতে আসন আছে ৯২ হাজার ৩৮৬টি। অন্যদিকে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪৩টি। এগুলোতে আসন আছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪টি।

ব্যানবেইস সূত্র আরও জানায়, রাজধানীতে মোট ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী আছে। আর এসব কলেজে মোট আসন আছে ৩৯ হাজার ৫১৯টি। অথচ ঢাকা বোর্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার ৩৩১ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ ও জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৬৪ হাজার ৮৪৮ জন।

ঢাকার কলেজগুলোর মধ্যে ভালোমানের কলেজ হিসেবে পরিচিত নটর ডেম কলেজে ২ হাজার ১৪০টি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে ৯৯০টি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে ৬৫০টি, ঢাকা কলেজে ১ হাজার ১০০টি, হলিক্রস কলেজে ৪৯০টি, ঢাকা কমার্স কলেজে ৯০০টি, সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ৪৭৫টি, বদরুন্নেছা কলেজে ৮২০টি, ঢাকা সিটি কলেজে ১ হাজার ১৮০টি, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ৪৫৫টি আসন আছে। এছাড়া লালমাটিয়া গার্লস কলেজে ৬১৫টি, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজে ৪৩২টি, ঢাকা বিজ্ঞান কলেজে ৩৭০টি, বিএএফ শাহীন কলেজে ৬০৬টি, তেজগাঁও কলেজে ৪০২টি, শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজে ১৯৯টি, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে ৫৬৫টি, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজে ১৯৮টি, সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ১৪০টি, নবকুমার ইন্সটিটিউশনে ১০০টি, এসওএস হারম্যান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজে ১০৩টি, সরকারি বাংলা কলেজে ৯৭২টি, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটি কলেজে ২০৭টি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে ২০৯টি, সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজে ৩৪টি, নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে ২১৪টি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল এন্ড কলেজে ৬০টি, সিদ্ধেশ্বরী কলেজে ৬৭১টি, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ৬৫১টি, শেরেবাংলা বালিকা স্কুল এন্ড কলেজে ৩০৯টি, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজে ১ হাজার ৪৮৫টি, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজে ৫১৪টি আসন রয়েছে।